Swami Vivekananda Advanced Journal for Research and Studies
Online Copy of Document Available on: www.svajrs.com

ISSN:2584-105X Pg. 113-119

বৈদিক যুগের নারীদের সাথে আধুনিক যুগের নারীদের তুলনাত্মক আলোচনা

Malobika Dolui
M.A in Sanskrit
Burdwan University, West Bengal, India
Email: malobikadolui2021@gmail.com

Accepted: 04/11/2025
Published: 11/11/2025 *DOI: http://doi.org/10.5281/zenodo.17588360*

সারসংক্ষেপ

নারী হল প্রকৃতির সৃষ্টি। নারীদের ছাড়া মানব সমাজ ভাবাই যায় না। নারীদের প্রসঙ্গ তুলতে গিয়ে বৈদিক যুগের নারীদের শিক্ষা, সামাজিক, ধর্মক্ষেত্রে তাদের অবদান-এর সাথে আধুনিক যুগের নারীদের শিক্ষা, কর্মক্ষেত্র, ধর্ম, স্বাধীনতার তুলনামূলক আলোচনা এইক্ষণে আলোচ্য বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে।

জীবনের ওঠা-নামার মধ্য দিয়ে নারীদের অনেক সম্মুখীন হতে হয়। তবে ঋগ্বৈদিক যুগে নারীদের উচ্চ সামাজিক মর্যাদা ছিল এবং তাদের ধর্মীয় কার্য, শিক্ষা ও পারিবারিক জীবনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা ছিল। নারীদের অধিকার সম্পর্কে ঋগ্বেদে বলা হয়েছে- "স্বয়ং সা মিত্রং ভানুতে জানে চিৎ।" এইযুগের নারীদের স্বাধীনতা ছিল যথেষ্ট। তাঁরা যাগযজ্ঞে অংশ নিতে পারতেন এবং শিক্ষা অর্জনে সমান সুযোগ পেতেন। জ্ঞানীমহিলাদের 'ঋষিকা', 'ব্রহ্মবাদিনী', 'ঋত্বিকা', 'মন্ত্রনীদ' প্রভৃতি নামে অভিহিত করা হত। নারীদের বেদমন্ত্র পাঠ করার অধিকার ছিল। নারীদের বেদপাঠের সমর্থন আছে কাঠকগৃহ্য এবং গোভিল গৃহ্যসূত্রে।

ঋগ্বৈদিকযুগে নারীদের সর্বদাই জোর ছিল মাতৃত্বের ওপর। এইযুগে নারীরা তাদের নিজেদের পছন্দমতো জীবনসঙ্গী বেছে নিতে পারতেন। অতএব, নিজেদের পছন্দমতো জীবনসঙ্গী বেছে নেওয়াটা এ সময়ে 'স্বয়ংবর প্রথা' নামে প্রচলিত ছিল। এই থেকে বোঝা যায় ঋগ্বৈদিক যুগ বা প্রাথমিক বৈদিক যুগে নারীদের শিক্ষা, স্বাধীনতা, বিবাহ, ধর্মীয় ও পারিবারিক জীবনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা ছিল। কিন্তু পরবর্তী বৈদিকযুগে নারীদের মর্যাদা, স্বাধীনতা, সম্মান হ্রাস পায়। এই পরবর্তী বৈদিক যুগে নারী বাল্য অবস্থায় পিতার, যৌবনে স্বামীর, বার্ধক্যে পুত্রের আশ্রিতা হয়ে ওঠেন।

তবে আধুনিক যুগে নারীরা শিক্ষা, কর্মে, পেশা এবং সামাজিক ক্ষেত্রে বৈপ্লবিক পরিবর্তন এনেছেন। প্রাচীন ও মধ্যযুগে নারীদের নারীত্ব নিয়ে যে অধিকার সীমিত ছিল তা আধুনিক যুগে ছিল অপরিসীম। আধুনিক যুগে শিক্ষা, পেশা, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, ও সামাজিক ক্ষেত্রে নারীরা যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছেন এবং আসীন হচ্ছেন উচ্চপদে নারীরা। যদিও কিছু কিছু ক্ষেত্রে এবং লিঙ্গবৈষম্যের দিক থেকে এখনও শিকার হতে হয়।

সূচক শব্দ : *ব্রহ্মবাদিনী, স্বয়ংবর প্রথা, অনুলোম, প্রতিলোম, ই-লার্নিং, জামিগণ।*

দেবি সুরেশ্বরি ভগবতি গঙ্গে ত্রিভুবন তারিণি তরল তরঙ্গে।1

গঙ্গা নদী (ত্রিলোক পথগামিনী) যেমন হিমালয়ের গঙ্গোত্রী, হিমবাহ-এর গোমুখ নামক স্থান থেকে শুরু করে বা উৎপত্তি স্থল থেকে শুরু করে বঙ্গোপসাগরে মিলিত হয়েছে, তখন তার আগমন পথে, বা উৎপত্তি থেকে মিলিত স্থান পর্যন্ত বিভিন্ন পরিবর্তন দেখা যায়। শুরুতে যে বেগ থাকে, সেই বেগ কিন্তু বঙ্গোপসাগরে মিলিত হওয়ার আগে পর্যন্ত থাকে না। ঠিক তেমনি আমাদের বৈদিক যুগে যে আচার-আচরণ, রীতি-নীতি সামাজিক ব্যবস্থা ছিল সেই আচার-আচরণ, রীতি-নীতির মধ্যেও বৈদিক যুগ থেকে চলতে চলতে, আধুনিক যুগ বা বর্তমান যুগ পর্যন্ত অনেক কিছু পরিবর্তন ঘটেছে।

ঋগ্বৈদিক যুগে নারীদের অবস্থা :-

ঋক্ বৈদিক যুগে নারীদের স্থান ছিল খুব উঁচুতে। এই যুগে নারীদের অবস্থানকে সম্মান করা হত এবং বিশেষত নারীদের অবস্থান স্বীকৃত ছিল বিভিন্ন ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠানে। সেই যুগে নারীরা নিজেদের সঙ্গী বেছে নেওয়ার অধিকার পেতেন, যা **'স্বয়ংবর প্রথা'** নামে পরিচিত। নারীদের স্ব ইচ্ছায় পতি নির্বাচনের অধিকার সম্পর্কে ঋগ্বেদে বলা হয়েছে-

"স্বয়ং সা মিত্রং ভানুতে জানে চিৎ।"[2]

বৈদিক যুগে নারীর মর্যাদা বেদ হতে আসে এবং সুউচ্চ হওয়া নির্ধারিত। কারণ বেদে বলা হয়েছে-

পুত্রিণা তা কুমারীণা
বিশ্বমায়ুর্ব্যশ্নুতঃ।
উভা হিরণ্যপেশসা॥[3]

ঋগ্বৈদিক সমাজ-এ পিতৃতান্ত্রিক ব্যবস্থা থাকায় পুত্র সন্তানের জন্ম দেওয়ার একটি প্রত্যাশা ছিল নারীদের। কারণ ছেলেকে সম্পদ হিসাবে বিবেচনা করা হত। পুত্রসন্তান তাদের পরিবারে বংশধারা অব্যাহত রাখে এটা - মনে করতেন ঐ যুগের নারীরা। পরিবারের কল্যাণ হিসাবে ছেলে শিশুকে বিবেচনা করা হত। তৎকালীন যুগে পিতা-মাতা শুধুমাত্র পুত্রসন্তানকে কামনা করতেন তা নয়, তারা পুত্রসন্তান কামনা করার সাথে সাথে কন্যাসন্তান জন্মের জন্য কন্যা কামনা করতেন এবং উদ্‌গ্রীবও থাকতেন। অতএব, এই প্রসঙ্গে বৃহদারণ্যক উপনিষদে বলা হয়েছে - **"অথ য ইচ্ছেদ্ দুহিতা মে পণ্ডিতা জায়েৎ সর্বমায়ুরিয়াদিতি তিলৌদকং পাচয়িত্বা সপিষ্মন্তমশ্নীয়াতাম্।"[4]**

এই যুগে কোন বিবাহ বিচ্ছেদের প্রথা ছিল না। ঋগ্বেদে এটিও লক্ষ্য করা যায় যে, একজন বিধবা তার স্বামীর ভাইকে পুনরায় বিয়ে করার অধিকার পেতেন। এই যুগে নারীদের পিতার সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হওয়ার অধিকার ছিল। সাধারণত বৈদিক যুগের নারীরা একটি বিশিষ্ট স্থান লাভ করত সামাজিক পরিবেশে। এই যুগে যোদ্ধা নারীদের উল্লেখ পাওয়া যায়। যেমন- মৃদগলিনী, শশীয়সী, বধ্রিয়সী, বিসপালা প্রমুখ এইরকম নারীর কথা এই যুগে উল্লেখ পাওয়া যায়। সেই নারীরা যুদ্ধ ক্ষেত্রে পারদর্শিতা দেখিয়েছেন। নারীদের যথাযথ শ্রদ্ধা ও সম্মান দেওয়া হত।

বৈদিক যুগে নারী ও পুরুষ উভয়ের জন্য ষোড়শ সংস্কার ও গুরুকুল ছিল। হরিত ধর্মসূত্র ২১.২৩, হরিত ধর্মসূত্র ৩০.২১-২২, আশ্বলায়ন গৃহ্যসূত্রের ৩৮.১০.১৪-এ নারীদের বেদ অধ্যায়ন ও উপনয়ন ব্যবস্থার দৃষ্টান্ত মেলে। নারীদের শুধুমাত্র জ্ঞান অর্জন নয়, তারা একজন অধ্যাপিকা রূপে সুউচ্চ শিক্ষিকার পরিচয় দিয়েছেন। এই বিষয়ের প্রমাণ পাওয়া যায় পাণিনি অষ্টাধ্যায়ীতে। (পাণিনি ৪.১.৪৯ এবং পাণিনি ৬.২.৮৬)

সেই যুগে গার্গী, মৈত্রেয়ী, বিশ্ববারা, ঘোষা, অপালা, লোপামুদ্রা, সাবিত্রী, ঊর্বশীসহ প্রমুখ নারী ঋষির উল্লেখ পাওয়া যায়, যাদের অবস্থান ছিল জ্ঞান, সমৃদ্ধি ও শ্রদ্ধার সর্বোচ্চ স্থানে। উদাহরণস্বরূপ বলা যায় যে গার্গী ছিলেন অন্যতম শ্রেষ্ঠ **'ব্রহ্মবাদিনী'**। বৃহদারণ্যক উপনিষদে লক্ষ্য করা যায়, বিদেহার রাজার দ্বারা আয়োজিত রাজসূয় যজ্ঞে গার্গী শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণের প্রতিযোগিতায় যাজ্ঞবল্ক্যের সাথে তর্কযুদ্ধে লিপ্ত হন এবং তিনি (গার্গী) তর্কযুদ্ধে জয়ী হয়ে সকলের কাছে তার তীক্ষ্ণতার জন্য ভূয়সী প্রশংসা পান। বৃহদারণ্যক উপনিষদের চতুর্থ অধ্যায়ের পঞ্চম ব্রাহ্মণে উল্লেখিত-**'যাজ্ঞবল্ক্য মৈত্রেয়ী সংবাদ'**-এ দেখা যায় যে যাজ্ঞবল্ক্য ও তাঁর পত্নী মৈত্রেয়ীর আধ্যাত্মিক আলোচনাকালে যাজ্ঞবল্ক্যের প্রব্রজ্যা গ্রহণের পূর্বে তিনি (যাজ্ঞবল্ক্য) তাঁর দুই স্ত্রীর মধ্যে বিভক্ত করতে ইচ্ছা করলে মৈত্রেয়ীর স্মরণীয় উক্তিটি এই নিম্নে উল্লেখ করা হল-

"যে নাহং নামৃতা স্যাং কিমহং তেন কুর্যাম্?"[5]

শিক্ষা :- ঋগ্বৈদিক যুগে নারীরা যথেষ্ট স্বাধীনতা লাভ করতেন। তাঁরা যাগযজ্ঞে অংশ নিতে পারতেন এবং শিক্ষা অর্জনে সুযোগ পেতেন। এমনকি তাঁরা বৈদিক

[1] শঙ্করাচার্য, শ্রীগঙ্গাস্তোত্রম্, শ্লোক- ১।

[2] ঋগ্বেদ- ১০/২৭/১২।

[3] ঋগ্বেদ - ৮/৩১/৮।

[4] তদেব - ৬/৪/১৭।

[5] বৃহদারণ্যকোপনিষদ্ – ৪/৫/৪।

জ্ঞান অর্জনে সুযোগ পেতেন। আবাসিক শিক্ষার্থীদের সঙ্গে মুনি ঋষিদের কন্যারা সমপরিমাণ বিদ্যা অর্জন করার সুযোগ পেতেন। বাণভট্টের লেখা **'কাদম্বরী'** তে মহাশ্বেতা চরিত্রে দেখতে পাওয়া গেছে যে উপনয়ন করা হয়েছে তার। এ থেকে বোঝা যায় সেই সময় মেয়েদের ক্ষেত্রেও **'উপনয়ন প্রথা'** প্রচলিত ছিল। শুধুমাত্র মেয়েদের পৈতে পরার অধিকার ছিল তা নয়, তারা গুরুভাইদের সঙ্গে বেদ, বেদাঙ্গ পাঠ করার সমান সুযোগ পেতেন। জ্ঞানী মহিলাদের **'ঋষিকা'** নামে অভিহিত করা হত। ঋষিকা বলতে বোঝায় যিনি ঋষিদার মতই মন্ত্রস্রষ্টা হওয়ার অধিকারিণী। এছাড়া জ্ঞানী মহিলাদের **'ব্রহ্মবাদিনী'** (যিনি ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করেছেন), '**ঋত্বিকা'** (যিনি যজ্ঞের অধিকারিণী), **'মন্ত্রনীদ'** (যিনি মন্ত্রজ্ঞান বা বৈদিক জ্ঞান অর্জন করেছেন), **'পণ্ডিত'** ইত্যাদি।

নারীদের বেদমন্ত্র-এ অধিকার ছিল। নারীদের বেদপাঠের সমর্থন আছে কাঠক, গৃহ্য এবং গোভিল গৃহ্যসূত্রে। নারীরা যজ্ঞোপবীত ধারণ করতে পারতেন (গোভিল, ২.১.১৯)। আচার্য্যাণী ও উপাধ্যায়ী তাঁরা মেয়েদের উচ্চশিক্ষার জন্য নিজেরাই ছাত্রীদের পড়াতেন। মেয়েরা নারীগুরুর কাছেই বেদবিদ্যা শিখতে পারতেন পাণিনির যুগেও। যজ্ঞোপবীত দেখতে পাওয়া যায় বহু প্রাচীন দেবীমূর্তির গায়ে। আজও দুর্গোৎসবে দুর্গা, সরস্বতী ও লক্ষীকে যজ্ঞোপবীত ধারণ করানো হয়।

ধর্মচর্চা :- নারীরা ঐ সময় স্বাধীনভাবে পুরুষদের সঙ্গে বিভিন্ন ধর্ম অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করতে পারতেন। সেই যুগে নারীদের বাদ দিয়ে কোন ধর্মকার্য হতই না, শাস্ত্রাদেশ ছিল-**'সস্ত্রীকো ধর্মমাচরেৎ'**। সেই যুগে কৌশল্যা রাজা দশরথের যজ্ঞাংশভাগিনী ছিলেন অন্যান্য প্রধানা রাজমহিষীদের মতো। মন্ত্রপাঠে হোমে, আহুতিতে নারীরা সমানভাগে যোগ দিতে পারতেন, যা তৈত্তিরীয় আরণ্যকে দেখা যায়। রঘুকুলের কুলপুরোহিত মহর্ষি বশিষ্ঠের স্ত্রী অরুন্ধতী সমান ব্রতচারিণী ছিলেন। আর একজন এই যুগের সুপণ্ডিত ও মহীয়সী নারী কাশী রাজমহিষী মদালসা তাঁর উপযুক্ত তিনপুত্র সবাহু, বিক্রান্ত এবং শত্রুমর্দনকে নিজে ব্রহ্মবিদ্যা শিক্ষা দিয়ে বনবাসী সন্ন্যাসী করেন। বেদমন্ত্রে যে নারীদের সমান অধিকার ছিল তা প্রমাণ মেলে অথর্ববেদ-এ –

"অমোঽহমস্মিসা ত্বং সামাহমস্ম্যৃক্ত্বং দ্যৌরহং পৃথিবী ত্বম্।"6

স্বাধীনতা :- বৈদিক সংস্কৃতির বহুকাল বছর ধরে নারীদের সর্বোচ্চ স্বাধীনতা ও সর্বোচ্চ সম্মান দেওয়া হয়েছে। এই প্রসঙ্গে মনু রচিত মনুসংহিতার উদ্‌ধৃতি গুলির শ্লোকসহ ব্যাখ্যা দেওয়া হল-

পিতৃভির্ভ্রাতৃভিশ্চৈতাঃ
পতিভির্দেবরৈস্তথা।
পূজ্যা ভূষয়িতব্যাশ্চ
বহুকল্যাণমীপ্সুভিঃ॥7

অর্থাৎ বহু কল্যাণময়ী পিতা, ভ্রাতা, পতি, দেবর কর্তৃক কন্যা সম্মানীয়া ও ভূষনীয়া।

শোচন্তি জাময়ো যত্র
বিনশাত্যাশু তৎকুলম্।
ন শোচন্তি তু যত্রৈতা বর্ধতে তদ্ধি
সর্বদা॥8

অর্থাৎ জামিগণ (ভগিনী, কন্যা, পত্নী, ভাতৃবধু প্রভৃতি) যে দুঃখ প্রকাশ করেন সেই বংশ শীঘ্র শেষ হয় এবং এরা যেখানে দুঃখ করেন না, সেই বংশ সর্বদাই উন্নতি লাভ করে।

জাময়ো যানি গেহানি শপন্ত্য
প্রতিপূজিতাঃ।
তানি কৃত্যাহতানীব বিনশ্যন্তি
সমন্ততঃ॥9

অর্থাৎ অসম্মানিত হয়ে জামিগণ যে গৃহবধূসমূহকে শাপ দেন গৃহসকল সব দিক থেকে অভিচার হতের ন্যায় বিনষ্ট হয়ে যায়।

তস্মাদেতাঃ সদা পূজ্যা
ভূষণাচ্ছাদনাশনৈঃ।
ভূতিকামৈর্নরৈর্নিত্যং
সৎকারেষুৎসবেষু চ॥10

অর্থাৎ নারীরা উন্নতিকামী ব্যক্তিগণের দ্বারা বস্ত্র, ভোজ্য ও অলংকার সর্বদা উৎসবাদিতে পূজনীয়া। অতএব, সর্বদাই যেকোন পরিস্থিতিতে নারীদের সম্মান প্রদর্শন করতে হবে।

মাতৃত্ব এবং পরিবার :- ঋগ্বৈদিক যুগে নারীদের সর্বদাই জোর ছিল মাতৃত্বের প্রকৃতির ওপর। সন্তানদের সঠিকভাবে লালন-পালন করা এবং তাদেরকে পারিবারিক জীবনের ভিত্তি হিসাবে দেখতে পাওয়া যায়। মায়েরা যেভাবে সন্তানদের বিকাশের জন্য এমন ভাবে লালন-পালন, বোঝাপড়া এবং ভালোবাসা প্রদান করে যা পুরুষের পক্ষে অসম্ভব।

বিবাহরীতি :- ঋগ্বৈদিক যুগের নারীদের বিবাহে তাদের নিজেদের মতামতকে প্রাধান্য দেওয়া হত। তারা বিবাহ না করে আ-জীবন পিতৃগৃহে থেকে বিদ্যাচর্চা

---

6 অথর্ববেদ - ২৪/২/৭১।

7 মনুসংহিতা - ৩/৫৫।

8 মনুসংহিতা - ৩/৫৭।

9 মনুসংহিতা - ৩/৫৮।

10 মনুসংহিতা - ৩/৫৯।

করতে পারতেন। যেটা রাজদরবারের বিভিন্ন উচ্চবংশের মধ্যে প্রচলিত ছিল। সুতরাং **'স্বয়ংবর প্রথা'**র মাধ্যমে নারীরা নিজেদের জীবন সঙ্গী বেছে নিতে পারতেন। স্বয়ংবর বা স্বামী নির্বাচনের ক্ষেত্রে ঋগ্বৈদিক যুগে ঋগ্বেদের একটি শ্লোক উল্লেখ করা হল এখানে- **"যো নঃ পত্যে সুমতিং যো নঃ সুপ্রযুক্তেণ।"**[11]

এছাড়া বিবাহ সম্পর্কে বেদিকযুগে আর একটি শ্লোক নিম্নে আলোচনা করা হল-

'যথা পত্নী তস্য রোদসী... ।'[12]

অনেক সময় **'নিয়োগ প্রথা'** লক্ষ্য করা যায়। ঋগ্বৈদিক যুগে অনেক সময় পুত্র সন্তান না হওয়ায় হয়তো স্বামীর মৃত্যু হল। তখন তার (মৃত স্বামী) সম্পত্তি দেখা শোনা করার জন্য ঐ নারীকে তার (মৃত স্বামী) পরিবারের দেবরের কাছে নিয়োগ করা হত সন্তান উৎপাদনের জন্য। এই প্রথাকে নিয়োগ প্রথা বলা হয়। এছাড়া সমাজে অনুলোম এবং প্রতিলোম বিবাহ প্রচলিত ছিল। উচ্চবর্ণের নারীর সঙ্গে নিম্নবর্ণের পুরুষের বিবাহ হওয়াকে বলে **'অনুলোম বিবাহ'** এবং নিম্নবর্ণের নারীর সাথে উচ্চবর্ণের পুরুষের বিবাহ হওয়াকে **'প্রতিলোম বিবাহ'** বলে।

সেই সময় বিধবা নারীদের বেঁচে থাকার অধিকার ছিল। তাই বলা হয়েছে- ঋগ্বেদ সংহিতায়-

উদীর্ষ্ব নার্যভি জীবলোকং
গতাসুমিত মুপশেষ এহি।
হস্ত গ্রাভস্য দিধিষোস্ত বেদং
পত্যুর্জনিত্ব মভি সং বভূথ॥13

অর্থাৎ হে নারী ফিরে চলো সংসারের দিকে, গাত্রো উত্থান কর, সে গতাসু হয়েছে, তুমি যার সঙ্গে শয়ন করতে যাচ্ছো। চলে এসো, সে পতি যিনি তোমার পাণিগ্রহণ করেছিলেন তার পত্নী যা কর্তব্য ছিল তা সকলই তোমার করা হয়েছে।

ঋগ্বেদ পরবর্তীকালে নারী (১০০০-৬০০ খ্রিঃ পূঃ) :-

বৈদিক সমাজে নারীদের সামাজিক মর্যাদার অবনমন ঘটে। এইযুগে নারী পুরুষের ভোগ্য বস্তুতে পরিণত হয়। বিদ্যাচর্চার ক্ষেত্রে তাদের অধিকার হ্রাস পায়। সমাজে পণপ্রথা, বহুবিবাহ, বাল্যবিবাহ, গণিকা বৃত্তির প্রকোপ বৃদ্ধি পায়। এই যুগে উচ্চবর্ণের নারীরা উপবীত ধারণের পাশাপাশি বেদ পাঠ করার অধিকারও হারিয়ে ফেলেন। এই যুগের নারীরা শিক্ষিতা হলেও তাদের নারীত্বের অস্তিত্ব লড়াইয়ে বাধা সৃষ্টি হত। বিবাহের ক্ষেত্রে নারীদের স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ করা হত, নারীদের মতামতের ওপর অভিভাবকদের কর্তৃত্ব চাপিয়ে দেওয়া হত। এই সময় নারী বাল্য অবস্থায় পিতার, যৌবনে স্বামীর, বার্ধক্যে ও বিধবা অবস্থায় পুত্রের আশ্রিতা হয়ে ওঠেন। আদর্শ নারী হয়ে ওঠার জন্য স্বামীর আধিপত্য বিনা কারণেই মেনে নিতে হত। এই যুগে কেবলমাত্র সংসার ধর্ম পালনই নারীর একমাত্র বৃত্তি।

আধুনিক যুগের নারীদের অবস্থান :

আধুনিক যুগ বা বর্তমান যুগ পর্যন্ত সামাজিক-রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক সকল ক্ষেত্রেই গড়ে উঠেছে মানুষের প্রয়োজনে সভ্য সমাজ। কিন্তু এই সভ্য সমাজে নারী-পুরুষ সমান সমান বললেও বর্তমানে এখনও নারীদের বিভিন্ন কুসংস্কার ও লিঙ্গ বৈষম্যের মধ্যে শিকার হতে হচ্ছে।

বর্তমান সমাজে নারীকে সবসময়ই দমন করে রাখার প্রবণতা লক্ষ্য করা যায়। বর্তমানে নারীর স্বতমূল্য স্বীকার করা হচ্ছে না, বরং তার ব্যবহারিকমূল্য স্বীকার করা হচ্ছে। অর্থাৎ নারীরা সমাজের স্বার্থ পূরণ করছে তার উপর তার মূল্য কতখানি তা নির্ভর করে। কোন নারী রাতে কর্ম উপলক্ষ্যে বাড়ির বাইরে গেলে তার চরিত্র নিয়ে প্রশ্ন তোলা হয়, বিভিন্ন মন্দগুণ জুড়ে দেওয়া হয়। অথচ ঐ কাজটি কোন পুরুষ করলে তার ক্ষেত্রে কোন মন্দগুণ জুড়ে দেওয়া হয় না। অর্থাৎ একই কাজ কে ব্যক্তি ভেদে কখনো উচিৎ আবার কখনো অনুচিত বলে আখ্যা দেওয়া হয়। বর্তমানে নারীরা নিজেদের স্বাধীনতা নিজেদের মতো পোষণ করতে পারলেও তারা আজও অর্থাৎ বর্তমানে যথাযোগ্য মর্যাদা ও সম্মান পায় না।

তাই আজও বা বর্তমান যুগে দাঁড়িয়েও মনুসংহিতার রচয়িতা মনুর এই শ্লোকটি নিম্নে উল্লেখ করা হল-

যত্র নার্য্যস্ত পূজ্যন্তে রমন্তে তত্র দেবতাঃ।
তত্রৈতাস্তু ন পূজ্যন্তে সর্বাস্তত্রাফলাঃ ক্রিয়াঃ॥[14]

অর্থাৎ যে স্থানে নারীরা পূজিত হয়, সেই স্থানে বিরাজ করে দেবতারা। মনু রচিত এই শ্লোকটি প্রাচীন হলেও বর্তমান বা আধুনিক যুগেও চিরন্তন সত্য হয়ে প্রয়োগ হত।

বর্তমান যুগে **'নারী'**তে পরিণত হওয়ার আগেই সমাজ তাদের দিকে আঙ্গুল তুলে ব্যঙ্গ ও বিদ্রুপ করে খারাপ ইঙ্গিত করে যে – **'কন্যা সন্তান জন্ম হয়েছে?'**- এই মর্মাহত বেদনাদায়ক কটূক্তি যেন এক জন্মধাত্রী মায়ের জন্য অভিশাপ স্বরূপ। তাই বর্তমান যুগে দাঁড়িয়ে নারীদের উদ্দেশ্যে বলা যেতে পারে-

[11] ঋগ্বেদ- ১০/৮৫।

[12] ঋগ্বেদ – ৫/৪৭/৬।

[13] ঋগ্বেদ সংহিতা - ১০/১৮/৮।

[14] মনুস্মৃতি - ৩/৫৬।

"নাস্তি মাতৃসমাচ্ছয়া নাস্তি মাতৃসমা গতিঃ নাস্তি মাতৃসমং তাণং নাস্তি মাতৃসমা প্রিয়া।"[15]

অর্থাৎ মাতার মতো আর কোন আশ্রয় নেই, মাতার সমান উপায় নেই, মাতার মতো রক্ষক নেই, এবং মাতার সদৃশ প্রিয় আর কেউ নেই।

আধুনিকযুগে নারীরা এখন শিক্ষা, রাজনীতি, ক্রীড়া, শিল্প, গণমাধ্যম বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি প্রভৃতি ক্ষেত্রে সম্পূর্ণরূপে অংশগ্রহণে যোগদান করছেন। যেমন- একটানা ১৫ বছর ইন্দিরা গান্ধী ভারতের প্রধানমন্ত্রী হিসাবে দায়িত্ব পালন করেন।

সব ভারতীয় নারীকে ভারতের সংবিধান রাষ্ট্রের দ্বারা কোন বৈষম্যের মুখোমুখি না হওয়া (অনুচ্ছেদ ১৫ ক), সমান সুযোগ লাভ(অনুচ্ছেদ ১৬), সাম্য (অনুচ্ছেদ ১৪) এবং একই কাজের জন্য সমান বেতন (অনুচ্ছেদ ৩৯ ঘ ও ৪২) লাভের অধিকার দিয়েছে। বিশ্ব সভ্যতার এক মহীয়ান ও বলীয়ান শক্তির অপর নাম হল নারী। নারীর কারণেই পৃথিবীটা এত সুষমমণ্ডিত, গৌরবান্বিত ও এত সুন্দর। তাই বর্তমান যুগে নারীদের সর্বোচ্চ স্থানে স্থান দেওয়া উচিত হলে আমরা মনে করি।

সমাজের নিপীড়িত নারীরা অনলাইন অ্যাক্টিভিজমের মাধ্যমে অপর নারীকে সংগঠিত করে নিজেদের ক্ষমতায় এবং নিজেদের মত প্রকাশ স্বেচ্ছায় করতে পারছেন বর্তমানে। ই-লার্নিংয়ের মাধ্যমে নারীরা প্রশিক্ষণের দ্বারা এগিয়ে যেতে পারছেন। পরিশেষে বলা যায় যে আধুনিক যুগের নারীরা তাদের অস্তিত্ব সমান মর্যাদাও সসম্মান-এর সহিত উচ্চস্থানে তুলে রেখেছেন। প্রাচীন ও মধ্যযুগে নারীদের অধিকার যেখানে সীমিত ছিল, সেখানে আধুনিক যুগের নারীদের কর্মক্ষেত্রে এবং শিক্ষাক্ষেত্রে সমাজে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখছেন এবং আসীন হচ্ছেন উচ্চপদে নারীরা। ভারতের নারীরা রাষ্ট্রপতি, মুখ্যমন্ত্রী এবং প্রধানমন্ত্রী পদের মতো উচ্চপদে আসীন হচ্ছেন। আধুনিক যুগের নারীরা স্বাধীনতা ও ক্ষমতায়ন-এ একটি নতুন গতি পেয়েছেন। সর্বশেষে বলা যায় আধুনিক যুগে নারীরা কর্ম, শিক্ষা ও রাজনীতিতে উন্নতি ঘটিয়েছে অনেক। কিন্তু সম্পূর্ণ সমতা অর্জনের জন্য আধুনিক যুগের নারীদের সামাজিক বৈষম্য দূর করে আরও অনেক পথপাড়ি দিতে হবে। অতএব, এই প্রসঙ্গে শ্রীমদ্ভাগবদগীতার দ্বিতীয় অধ্যায়, ৪৭নং শ্লোকটি নিম্নে উল্লেখ করা হল-

কর্মণ্যেবাধিকারস্তে মা ফলেষু কদাচন।[16]

বৈদিক যুগের নারীদের সঙ্গে বর্তমান যুগের নারীদের তুলনামূলক আলোচনা একটি ছক আকারে নিম্নে উল্লেখ করা হল-

বিষয়	বৈদিকযুগের নারী	আধুনিক যুগের নারী
সামাজিক মর্যাদা ও সম্মান	বৈদিকযুগে নারীদের গুরুত্ব ও সম্মান ছিল। এছাড়া নারীদের ধর্মীয় আচার অনুষ্ঠানেও ভূমিকা ছিল। তবে প্রাথমিক যুগে উন্নত ছিল, কিন্তু মধ্যযুগে বা পরবর্তী বৈদিক যুগে তা হ্রাস পায়।	আধুনিক যুগে পুরুষতন্ত্র এবং বৈষম্যের প্রভাব অনেক কম হলেও কিছু কিছু ক্ষেত্রে এখনও বৈষম্য লক্ষ্য করা যায়। যদিও লিঙ্গসমতা ও নারী অধিকারের জন্য সচেতনতা বৃদ্ধি পাচ্ছে।
শিক্ষা ও জ্ঞানচর্চা	অল্প বয়সে নারীদের শিক্ষা ও জ্ঞানচর্চা বিষয়ে অগ্রাধিকার ছিল এবং নারীদের দর্শন ও সাহিত্যে অবদান ছিল অপরিসীম। গার্গী ও মৈত্রেয়ীর মতো নারীরা বিতর্কে অংশ নিতেন।	আধুনিক যুগের নারীদের উচ্চ শিক্ষাগ্রহণ করতে পারে এবং সাহিত্য, শিল্পকলা, বিজ্ঞান, প্রযুক্তি ইত্যাদি সকল বিষয়ে অবদান ছিল স্বীকৃত। বিভিন্ন গবেষণায় গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখছেন।
বিবাহ ও জীবনসঙ্গী নির্বাচন	নারীরা তখনকার সময়ে স্বয়ংবর প্রথার মাধ্যমে নিজেদের জীবনসঙ্গী বেছে নিতে পারতেন।	আধুনিক যুগে প্রেম ও সম্মানকে প্রাধান্য দেওয়া হয়। তবে এখনও কিছু কিছু ক্ষেত্রে সামাজিক চাপ ও প্রথাগত নিয়ম দেখা যায়।

[15] মহাভারত, শান্তিপর্ব - ২০৬/৩১।

[16] শ্রীমদ্ভগবদগীতা - ২/৪৭।

ধর্মীয় ও সামাজিক ভূমিকা	এইযুগের নারীরা ধর্মীয় অনুষ্ঠানে সক্রিয় ভূমিকা পালন করতেন। নারীদের উপস্থিত অপরিহার্য অনেক ধর্মীয় কার্যকলাপের ক্ষেত্রে।	আধুনিক যুগে নারীরা সামাজিক ও ধর্মীয় দুই ক্ষেত্রেই ভূমিকা সক্রিয়ভাবে পালন করছেন এবং তার পাশাপাশি বিভিন্ন সামাজিক কর্মকাণ্ড ও বিভিন্ন সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডে নিজেদের উপস্থিতি জানান দিচ্ছেন।
সম্পত্তি অধিকার	নারীরা বিবাহের সময় ও বিবাহের পরেও '**স্ত্রীধন**' হিসাবে সম্পত্তি লাভ করতেন।	আধুনিক যুগে নারীরা সম্পত্তির অধিকার আইনতভাবে পেতেন এবং তারা সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হতে পারেন, যা বৈদিক যুগের মতই।
অন্ধবিশ্বাস ও কুসংস্কার	কিছু কুসংস্কার ছিল যা বৈদিক যুগে নারীদের অবস্থায় তেমন প্রভাব ফেলতো না যা মধ্যযুগের তুলনায় অনেক ভালো ছিল।	আধুনিক যুগেও কিছু কুসংস্কার বিদ্যমান। তবে সচেতনতা বৃদ্ধি ও শিক্ষার প্রসারের কারণে ধীরে ধীরে হ্রাস পাচ্ছে।
স্বাধীনতা	বৈদিকযুগের নারীদের স্বাধীনতা ছিল সীমিত এবং পুরুষের অধীনে।	আধুনিক যুগের নারীদের স্বাধীনতা অনেক বেশি এবং অধিক সচেতন।
রাষ্ট্রপরিচালনায় ভূমিকা	রাষ্ট্র পরিচালনায় ভূমিকা ছিল নারীদের সীমিত।	আধুনিক যুগে নারীরা রাষ্ট্রপতি, প্রধানমন্ত্রী ইত্যাদি পদে অধিষ্ঠিত।
শিক্ষা	ঋগ্বৈদিক যুগে উচ্চশিক্ষা ও বিতর্কে ভূমিকা ছিল, কিন্তু তা পরবর্তী বৈদিকযুগে হ্রাস পায়।	সহজলভ্য ও বিস্তৃত, বিভিন্ন পেশাগত ক্ষেত্রে সুযোগ রয়েছে।
সামাজিক ও রাজনৈতিক ভূমিকা	কিছুটা সীমাবদ্ধ থাকলেও তা বিশেষ ক্ষেত্রে ছিল।	আধুনিক যুগে সক্রিয় ও গুরুত্বপূর্ণ, নেতৃত্বে ভূমিকা পালন করেন।
পেশা ও কর্মক্ষেত্র	বৈদিকযুগের নারীরা শিক্ষকতা ও ধর্মীয় কর্মকাণ্ডে যোগদান করতেন।	আধুনিক যুগের নারীরা বিজ্ঞান, প্রযুক্তি, অর্থনীতি, রাজনীতি, প্রশাসনসহ পেশায় অংশগ্রহণ করছেন।
সম্পর্ক	ঋগ্বৈদিকযুগে পুরুষ-নারীর মধ্যে পারস্পরিক সম্মান ও নির্ভরতা ছিল। তবে পরবর্তীকালে পুরুষতান্ত্রিক সমাজে নারীদের ভূমিকা ছিল সীমিত।	আধুনিক যুগে পুরুষ-নারীর মধ্যে সম্পর্ক আরও গণতান্ত্রিক এবং আধুনিক। নারী পুরুষের সমান অধিকার তা এই ধারণা অনেক উন্নত হয়েছে।

সহায়ক গ্রন্থপঞ্জী

১। ভট্টাচার্য, সুকুমার, "প্রাচীন ভারতের নারী ও সমাজ", প্রথম প্রকাশ : নভেম্বর ২০০৬।

২। সেন, শ্রীক্ষিতিমোহন, "প্রাচীন ভারতে নারী", বিশ্বভারতী গ্রন্থালয় ২ বঙ্কিম চাটুজ্জ্যে স্ট্রীট, কলকাতা, আষাঢ় ১৩৫৭।

৩। চট্টোপাধ্যায়, রত্নাবলী, নিয়োগী, গৌতম, "ভারত ইতিহাসে নারী", কে.পি.বাগচী অ্যাণ্ড কোম্পানী, কলকাতা।

৪। ঋষি, আর্য, "বৈদিক ভারতে নারী শিক্ষা", February 03.2018.

৫। ভট্টাচার্য, অধ্যাপক ডঃ ভবানীপ্রসাদ, অধিকারী, অধ্যাপক ডঃ তারকনাথ, "বৈদিক সংকলন", প্রথম খণ্ড, সংস্কৃত বুক ডিপো, ২৮/১, বিধান সরণী, কলকাতা ৭০০০০৬।

৬। ভট্টাচার্য, সুকুমার, "ইতিহাসের আলোকে বৈদিক সাহিত্য", পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষৎ।

৭। "বৈদিক সাহিত্য", প্রথম খণ্ড, অনির্বাণ সংস্কৃত বুক ডিপো।

৮। মুখোপাধ্যায়, শ্রীনবীনচন্দ্র, "মহাভারত, শান্তি পর্বীয়, রাজধর্ম্ম ও আপদ্ধর্ম্ম পর্ব্বাধ্যায়", কোং কর্তৃক পুনঃ প্রকাশিত, সারস্বত যন্ত্র, পাথুরিয়াঘাটা ব্রজদুলালের স্ট্রীট, কলকাতা, সম্বৎ- ১৯২৯।

৯। মুখোপাধ্যায়, উপেন্দ্রনাথ, মুখোপাধ্যায়, শ্রী সতীশচন্দ্র, "মনুসংহিতা, সর্বকালদর্শী-মহাপ্রাজ্ঞ-ভগবন্ মনুর বিশ্ব-স্থিত-চিন্তা"।

১০। বন্দ্যোপাধ্যায়, ডঃ মানবেন্দু, "মনুসংহিতা", শ্রী বলরাম প্রকাশনী, ১০১বি, বিবেকানন্দ রোড, কলকাতা-৭০০০০৬।

Disclaimer/Publisher's Note: The views, findings, conclusions, and opinions expressed in articles published in this journal are exclusively those of the individual author(s) and contributor(s). The publisher and/or editorial team neither endorse nor necessarily share these viewpoints. The publisher and/or editors assume no responsibility or liability for any damage, harm, loss, or injury, whether personal or otherwise, that might occur from the use, interpretation, or reliance upon the information, methods, instructions, or products discussed in the journal's content.

****